

## অসাধু কর্মচারীদের সহযোগিতায় পাইরেসী হচ্ছে বাংলা একাডেমীর বই

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলা একাডেমীর বিভিন্ন বই একাডেমীর নাম ও লোগো ব্যবহার করে পাইরেসী হচ্ছে। একাডেমীর একশ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী এই পাইরেসীর সাথে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। তাদের যোগসাজশেই বাজারে চাহিদাসম্পন্ন কিছু একাডেমিক বই পাইরেসীর মাধ্যমে বাজারজাত হচ্ছে। ফলে বাংলা একাডেমীর সুনাম ও মর্যাদা ভুলুটিত হতে চলেছে। বাংলা একাডেমীর বিক্রয় কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, বেশকিছু একাডেমিক বইয়ের বাজারে চাহিদা রয়েছে। কিন্তু একাডেমীর মুদ্রিত সেসব বইয়ের নিজস্ব ষ্টক ফুরিয়ে গেছে। নতুন মুদ্রণ হয়নি। মূলত ঐ বইগুলো পাইরেসী হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে একাডেমীর বিক্রয় কেন্দ্রে এসে বই না পেয়ে অভিযোগ করেছেন যে, নীলক্ষেত-নিউ মার্কেটসহ ঢাকার বিভিন্ন অভিজাত বইয়ের দোকানে ঐ বই পাওয়া যাচ্ছে। অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে, প্রিন্টারস লাইন, আইএসবিএন নাম্বারসহ হবৎ ফরমেট ও পৃষ্ঠা নাম্বার ঠিক রেখে বাংলা একাডেমীর নাম ও লোগো দিয়ে কিছু বই বাজারজাত করা হয়েছে। বিক্রয় কেন্দ্র সূত্রে বইটি দেখে শনাক্ত করা হয় যে, এটা পাইরেসীকৃত বই। কারণ বাংলা একাডেমী বসুন্ধরা কাগজে বই ছাপে না। কর্ণফুলী কাগজে ছাপে। পাইরেসী

বইটি বসুন্ধরা কাগজে ছাপা। সম্প্রতি এমন একটি বই আমাদের হাতে এসেছে। বইটির নাম 'সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠন'। রচয়িতা শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ডিসি। বাংলা একাডেমী যখন বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করে (নভেম্বর ১৯৯৯) তখন তিনি ডিসি পদে নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়াও বইটি পাইরেসী কপি এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে বসুন্ধরা কাগজে, বাংলা একাডেমীর নামে। বাংলা একাডেমী ১৯৮০ সালে বইটির প্রথম মুদ্রণ প্রকাশ করে। নির্ধারিত মূল্য ১২০ টাকা। পাইরেসী বইটি ৭০ টাকায় কিনতে পাওয়া যায়।

একশ্রেণীর অনিচ্ছুক বাংলা একাডেমীর নামে প্রকাশে অনিচ্ছুক বাংলা একাডেমীর একটি সূত্র জানায়, প্রেস এবং প্রিন্ট সেকশনের একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই পাইরেসীর সাথে জড়িত। বইয়ের ষ্টক ও বাজার চাহিদা অনুযায়ী বাংলা বাজারের কিছু অসাধু প্রকাশকের সাথে অবৈধ লেন-দেনের বিনিময়ে তারা একাডেমীর টাইপ ফরমেটসহ সেলফিন বাইরে পাচার করে থাকে।

উল্লেখ্য, প্রকাশনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর নিজস্ব টাইপ ফ্রন্ট ও ফরমেট রয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করলে পাইরেসীর অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যাবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল জানিয়েছে।